এস. আলম গ্রুপের বিরুদ্ধে একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত ভিত্তিহীন অভিযোগ আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রত্যাখ্যান করছি

গত ০২ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে জাতীয় দৈনিক -এ প্রকাশিত "৬ শিল্পগোষ্ঠীর পাচার করা টাকা খুঁজতে ৩৬ চুক্তি" শিরোনামের একটি প্রতিবেদনে এস. আলম গ্রুপের নাম উল্লেখ করায় আমরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি।

উক্ত প্রতিবেদনে এস. আলম গ্রুপ সম্পর্কিত উত্থাপিত সকল অভিযোগকে আমরা দৃঢ়ভাবে, স্পষ্টভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করছি। প্রতিবেদনটি একপাক্ষিক, কাল্পনিক, তথ্যবিকৃত ও অতিরঞ্জিত এবং সুস্পষ্টভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, যার মাধ্যমে একটি দীর্ঘদিনের সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পগোষ্ঠীর পাশাপাশি পরোক্ষভাবে দেশের সুনাম ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়েছে। এস. আলম গ্রুপ ১৯৮৪-১৯৮৫ অর্থবছরে ব্যবসা শুরুর পর থেকে দেশের অর্থনীতি, শিল্পায়ন, বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) আকর্ষণ, চাকরির বাজার সম্প্রসারণ এবং সর্বোপরি জনগণের জীবনমানের সামগ্রিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে।

দীর্ঘ এই পথচলায় গ্রুপটি সর্বদা দেশের প্রচলিত সকল আইন, বিধি-বিধান এবং ব্যাংকিং নীতিমালা অনুসরণ করে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ভিত্তিতে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। উদ্যোক্তাদের নিরলস প্রচেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে গ্রুপটি ক্রমে দেশের একটি বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সুনাম অর্জন করেছে।

ভোক্তা সামগ্রী ও বাণিজ্যিক পণ্য (ভোজ্য তেল, চিনি, গম, পেঁয়াজ, ছোলা, মসুর ডাল, মটর এবং মশলা), অবকাঠামোগত উন্নয়ন (সি আর কয়েল, ঢেউ টিন, সিমেন্ট, আইপিপি ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ উৎপাদন), শিল্প ও কৃষিসহ ভারী ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সুবিধাসহ বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা, সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও অন্যান্য ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গ্রুপটি নিরবচ্ছিন্ন অবদান রাখছে।

দেশের অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্য পণ্যের চাহিদা পূরণ এবং পণ্যের মূল্য জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে সরবরাহ ঠিক রাখতে এস. আলম গ্রুপ বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আমদানি ও সরবরাহ করে থাকে, নিম্নে কয়েকটি পণ্যের বাৎসরিক আমদানি ও সরবরাহের পরিমাণ উল্লেখ করা হলো :

■ ৬,০০,০০০-৭,০০,০০০ মেট্রিক টন ভোজ্যতেল ■ ৭,০০,০০০-৮,০০,০০০ মেট্রিক টন অপরিশোধিত চিনি ■ ৫,০০,০০০-৬,০০,০০০ মেট্রিক টন গম, ইত্যাদি।

এই সরবরাহের মাধ্যমে দেশের এ সকল অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মোট চাহিদার প্রায় ২৫%-৩৫% পূরণ হয়, যা বাজারে পণ্যের সহজ প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে এবং মূল্য স্থিতিশীল রাখে। একটি বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী হিসেবে ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করা একটি বৈধ ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া, এবং সময়মতো সেই ঋণ পরিশোধ আমাদের অঙ্গীকার এবং উদ্যোক্তাদের প্রচলিত অভ্যাস হিসেবে বিবেচিত। এটি একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বাণিজ্যিক প্রথা, এবং এস. আলম গ্রুপ এর ব্যতিক্রম নয়।

গ্রুপের বহু উদাহরণ রয়েছে যেখানে বিভিন্ন ব্যাংকের তারল্য বজায় রাখার অনুরোধে, ঋণের নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই দায় পরিশোধ করা হয়েছে। বাস্তবে, গ্রুপের ধারাবাহিক ঋণ পরিশোধের রেকর্ড এবং আর্থিক শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য সকল সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নথিতে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত এবং সংরক্ষিত। নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কখনোই গ্রুপের জন্য বিশেষ কোনো সুবিধা বা সহায়তার আদেশ জারি করেনি, এবং আমাদের পরামর্শের ভিত্তিতে আলাদাভাবে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। একটি বেসরকারি কর্পোরেট গ্রুপ হিসেবে এস. আলম গ্রুপ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানদণ্ড এবং সকল নিয়মাবলী মেনে দেশের বেসরকারি খাতে একক প্রকল্পে সর্ববৃহৎ বৈদেশিক অর্থায়ন (ঋণ ও বিনিয়োগ) অর্জন করেছে।

এই অর্থায়নের কমপ্লায়েন্স প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল ও দীর্ঘ, যা সুপরিচিত। প্রক্রিয়াটি দুইটি বিগ ফোর অডিট সংস্থাসহ একাধিক আন্তর্জাতিক অডিট সংস্থার মাধ্যমে পুনঃপুন নিরীক্ষিত ও যাচাইকৃত।

এই ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে নিম্নোক্ত বিদেশী অডিট সংস্থাসহ একাধিক আন্তর্জাতিক অডিট সংস্থা অনেক বছর ধরে আমাদের বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী (Financial Statements) নিরীক্ষা, কমপ্লায়েন্স ও ডিউডিলিজেন্স পরীক্ষা এবং বিগত বছরগুলোর আর্থিক রেকর্ড পর্যালোচনা করেছে:

- Ernst & Young (EY)
- PricewaterhouseCoopers (PwC)
- BDO International (BDO), এবং
- Grant Thornton (GT)

যেখানে কোনো ধরনের মডিফিকেশন বা কোয়ালিফিকেশন পরিলক্ষিত হয়নি, বরং আর্থিক শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করেছে।

শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বৃহৎ অর্থায়নের এই প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগকারী ও ঋণদাতাদের নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী গ্রুপটি অদ্যাবধি যথাযথ কমপ্লায়েন্স প্রতিপালন করে আসছে। আমরা বিভিন্ন বিদেশি দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সফলভাবে পরিশোধ এবং কিস্তি পরিশোধের একটি সুস্পষ্ট ও ইতিবাচক ট্রাক রেকর্ড বজায় রেখেছি। এমনকি আন্তর্জাতিক ট্রেড ক্রেডিটের ক্ষেত্রেও এস. আলম গ্রুপ নিরবচ্ছিন্নভাবে সফলতার সঙ্গে সকল দায় পরিশোধ করে আসছে। অথচ প্রতিবেদনে এ বিষয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে, যা বাস্তবতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।

দেশের যেকোনো প্রয়োজনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া, মূল্য স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং পণ্যের নিয়মিত সরবরাহ অব্যাহত রাখার মাধ্যমে এস. আলম গ্রুপ পূর্ববর্তী সকল সরকারের আস্থাভাজন ছিল, তবে এই প্রেক্ষাপটে গ্রুপটি এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যাবধি কোন সরকারের কাছ থেকে আলাদা বা অতিরিক্ত কোন সুবিধা গ্রহণ করেনি।

কিন্তু, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কিছু পক্ষ উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমাদের কেবল মাত্র বিদায়ী সরকারের অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করছে, যা সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন ও অনভিপ্রেত। ২০২৪ সালের ০৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকে এস. আলম গ্রুপ ধারাবাহিকভাবে পরিকল্পিত অপপ্রচার, ভিত্তিহীন অভিযোগ এবং তথ্যবিকৃত উপস্থাপনার সম্মুখীন হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন গভর্নর জনাব আহসান এইচ মনসুর দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে গ্রুপটির বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের মতো গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হলেও এসব অভিযোগের পক্ষে কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ অদ্যাবধি উপস্থাপন করতে পারেনি।

বরং এক শ্রেণির গণমাধ্যমের মাধ্যমে বিষয়গুলো অতিরঞ্জিত ও বিভ্রান্তিকরভাবে প্রচার করা হয়েছে, যা দেশের জনগণের নিকট একটি নেতিবাচক ধারণা তৈরির অপচেষ্টা হিসেবে প্রতীয়মান। এই সময়ে গ্রুপটির বিভিন্ন ব্যাংকে রক্ষিত আমানত, ব্যবসায়িক ও ঋণ হিসাব প্রতিষ্ঠিত নীতিমালা অনুসরণ না করে স্থগিত বা বন্ধ করা হয়েছে, সম্পদ জব্দ করা হয়েছে এবং স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

ঋণপত্র (LC) খোলার ওপর অযৌক্তিক বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে, বিদেশী সরবরাহকারীদের সাথে পূর্বের ক্রয় চুক্তি অনুযায়ী ২,২০,০০০ টন অপরিশোধিত চিনি, ৩৪,৫৫২ টন ভোজ্য তেল এবং ৯,০০০ টন এইচ আর কয়েল আমদানীর ঋণপত্রসমূহ বাতিল করা হয়েছে। এমনকি বন্দরে পৌঁছানো পণ্য আটক করে রাখা হয়েছে, যা বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে।

এসব কর্মকাণ্ডের ফলে একটি কার্যকর ও দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত শিল্পগোষ্ঠীর ব্যবসায়িক কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে এবং হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারী বেকার হয়ে আজ মানবেতর জীবনযাপন করছে। একই সঙ্গে গ্রুপটির ব্যাংক ঋণসমূহকে জোরপূর্বক খেলাপি হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন ব্যাংককে প্রভাবিত করে অন্য প্রতিষ্ঠানের ঋণ এস. আলম গ্রুপের নামে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা আর্থিক শৃঙ্খলা ও সুশাসনের পরিপন্থী।

এছাড়াও আমরা জানতে পেরেছি যে, কিছু অডিট ফার্মের মাধ্যমে মৌখিক তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনে প্রায় ২ লক্ষ ২৫ হাজার কোটি টাকার ঋণের চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে এবং এর একটি বড় অংশ বিদেশে পাচার হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে একটি স্বাধীন দেশে সুস্পষ্ট আইনী কাঠামোর মধ্যে এ ধরনের ঘটনা কারো পক্ষে সংঘটিত করা সম্ভব নয়। এটি সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন, অসত্য এবং বাস্তবতার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

ব্যাংক, অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা অন্য যেকোনো উৎস থেকে গৃহীত সকল ঋণের হিসাব আমাদের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনসমূহে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে এবং উক্ত তথ্য সকল নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে দাখিল করা রয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনসমূহে উল্লেখিত ঋণের বাইরে আমাদের আর কোনো ঋণ নেই।

এস. আলম গ্রুপের প্রতিটি বৈদেশিক লেনদেন ও ঋণপত্র (LC) সম্পূর্ণরূপে দেশের প্রচলিত আইন, বিধি-বিধান, নিয়মনীতি এবং অর্থ পাচার রোধ (Anti Money Laundering) সংক্রান্ত বিধি-বিধান অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং, অর্থ পাচারের যে মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন।

আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে নিশ্চিত করছি যে, এস. আলম গ্রুপ অর্থ পাচারের মত গুরুতর অপরাধের সঙ্গে কখনোই জড়িত ছিল না। লক্ষণীয় যে, প্রায় ২০ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ধরণের অভিযোগের পক্ষে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ জনসমক্ষে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়নি।

উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে, সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবতা ও প্রাসঙ্গিকতা উপেক্ষা করে একটি সচল ও দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত শিল্পগোষ্ঠীকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে 'খেলাপি' হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, যা বাস্তবতাকে বিকৃত করে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। দেশের আপামর জনসাধারণের নিকট এ ধরনের বিকৃত ও অসত্য তথ্য উপস্থাপন কেবল একটি প্রতিষ্ঠানের সুনাম ক্ষুণ্ন করে না, বরং দেশের সামগ্রিক ব্যবসা ও বিনিয়োগ পরিবেশের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

এ ধরনের ধারাবাহিক একপাক্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের প্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে- এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কী? একটি প্রতিষ্ঠিত শিল্পগোষ্ঠীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা, নাকি দেশের শিল্পায়ন, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির গতি বাধাগ্রস্ত করা?

কারো বিরুদ্ধে কোনো সংবাদ পরিবেশনের আগে তার বক্তব্য গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমরা একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিক ভাইদের কাছ থেকে এমন দায়িত্বশীল আচরণ পাইনি। আমরা সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমসহ সকল গণমাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি যে, তারা যেন বস্তুনিষ্ঠতা, ন্যায়পরায়ণতা ও পেশাগত দায়িত্ববোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে সংবাদ পরিবেশন করে এবং একপাক্ষিক ও বিভ্রান্তিকর উপস্থাপন থেকে বিরত থাকে। অন্যথায়, আমরা আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করি।

এস. আলম গ্রুপ

খেলাপি ঋণ সংক্রান্ত বিষয়ে এস. আলম গ্রুপ এর ব্যাখ্যা

সম্প্রতি বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে এস. আলম গ্রুপকে দেশের শীর্ষ ঋণখেলাপিদের তালিকায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

এস. আলম গ্রুপ ১৯৮৪-১৯৮৫ অর্থবছরে ব্যবসা শুরুর পর থেকে দেশের অর্থনীতি, শিল্পায়ন এবং সর্বোপরি জনগণের জীবনমানের সামগ্রিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। দীর্ঘ এই পথচলায় গ্রুপটি সর্বদা দেশের প্রচলিত সকল আইন, বিধি-বিধান এবং ব্যাংকিং নীতিমালা অনুসরণ করে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ভিত্তিতে ব্যবসা পরিচালনা করেছে, যা সর্বজন স্বীকৃত ।

ব্যবসায়িক প্রয়োজনে আমরা যেসব ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করেছি তা যথাসময়ে পরিশোধ করেছি। ২০২৪ সালের ০৫ আগস্ট পর্যন্ত আমাদের কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক ঋণ কখনো খেলাপি হয়নি। কিন্তু, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকে এস. আলম গ্রুপ বারবার পরিকল্পিত অপপ্রচার, ভিত্তিহীন অভিযোগ এবং বিকৃত উপস্থাপনার সম্মুখীন হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন গভর্নর জনাব আহসান এইচ মনসুর দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে গ্রুপটির বিরুদ্ধে বিভিন্ন ভিত্তিহীন ও অসত্য অভিযোগ উত্থাপন করে বিভিন্ন ব্যাংকে রক্ষিত আমানত, ব্যবসায়িক ও ঋণ হিসাব প্রতিষ্ঠিত নীতিমালা অনুসরণ না করে স্থগিত করা হয়েছে, সম্পদ জব্দ করা হয়েছে, ঋণপত্র (LC) খোলার ওপর অযৌক্তিক বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে, স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে; সমষ্টিগতভাবে এসব পদক্ষেপ এস. আলম গ্রুপ এর ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে প্রতীয়মান।

একই সঙ্গে ০৫ আগস্টের পরপরই গ্রুপটির ব্যাংক ঋণসমূহকে জোরপূর্বক খেলাপি হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন ব্যাংককে প্রভাবিত করে অন্য প্রতিষ্ঠানের ঋণ এস. আলম গ্রুপ এর নামে উপস্থাপন করা হয়েছে। একই সঙ্গে, কিছু অডিট ফার্মের মাধ্যমে মৌখিক তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত প্রায় ২ লক্ষ ২৫ হাজার কোটি টাকার কাল্পনিক ঋণের চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে, যা অতিরঞ্জিত।

উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহে গ্রুপ এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিপুল পরিমাণ স্থায়ী আমানত সংরক্ষিত রয়েছে, যা বর্তমানে অবরুদ্ধ। এসব ব্যাংক হিসাব সচল করে, স্থায়ী আমানত সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ডাউন পেমেন্ট গ্রহণ এবং যুক্তিসঙ্গত অবকাশকালসহ ঋণ পুনঃতফসিলের সুযোগ প্রদান করা হলে সকল ঋণ পুনরায় নিয়মিত হবে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের নিকট বারবার আবেদন করা হলেও আদ্যাবধি কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। উপরন্তু, কিছু ক্ষেত্রে একই বিষয়ে একাধিক মামলা দায়েরের ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে।

এস. আলম গ্রুপ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, একটি সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পগোষ্ঠী হিসেবে স্বাভাবিক ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ প্রদান করা হলে ব্যাংক ঋণের কিস্তি যথাযথভাবে পরিশোধ করা সম্ভব হবে এবং সকল ব্যাংক ঋণ দ্রুতই নিয়মিত অবস্থায় ফিরে আসবে। ফলশ্রুতিতে উৎপাদন কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবিত হবে, শ্রমিকদের কর্মসংস্থান পুনর্বহাল হবে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য রাজস্ব প্রবাহ সৃষ্টি হবে।

একটি দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত শিল্পগোষ্ঠীকে প্রাসঙ্গিক বাস্তবতা বিবেচনা না করে 'ঋণখেলাপি' হিসেবে উপস্থাপন করা কেবল একটি প্রতিষ্ঠানের সুনাম ক্ষুন্ন করে না, বরং দেশের সামগ্রিক ব্যবসা ও বিনিয়োগ পরিবেশের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস।

এস. আলম গ্রুপ